কলকাতা উচ্চ আদালত

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার

উপস্থিতঃ- **মাননীয় বিচারপতি শুভেন্দু সামন্ত**

সি.আর.আর. ২০১৮ সালের ৩৩৫৩
সঙ্গে
সি.আর.আর - ২০১৮ সালের ৩৩৫৪
বিষয়বস্তু
দিলীপ অধিকারী
বনাম
বসন্ত নাথ

আবেদনকারীদের জন্য : **শ্রী অভিজিৎ আধ্যা আইনজীবী,**
শ্রী বিকাশ চৌধুরী আইনজীবী,
শ্রী দেবব্রত রায় আইনজীবী,
শ্রী সৌর সরকার আইনজীবী

বিরোধী দলের পক্ষে : **শ্রী অচিন জানা আইনজীবী,**
শ্রী সুমন চক্রবর্তী আইনজীবী,
শ্রী প্রসেনজিৎ ঘোষ আইনজীবী

রায় : **২৫.০৯.২০২৩**

বিচারপতি, শুভেন্দু সামন্ত-

উভয় ফৌজদারি সংশোধনীই ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪১ ধারার অধীনে ১২ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের দুটি আদেশ এবং রায়ের বিরুদ্ধে অগ্রাধিকার দিয়েছে, যা হাওড়ার ফাস্ট ট্র্যাক দ্বিতীয় আদালতের বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক ২০১৬ সালের ৫৩ নং ফৌজদারি আপিল এবং ২০১৫ সালের ১৪৯ নং ধারায় যথাক্রমে বহাল রাখা হয়েছে

এবং বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজা আদেশ সংশোধন করে বর্তমান আবেদনকারীকে আদালত ওঠা পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করার জন্য দণ্ডিত করা হয়েছে এবং যথাক্রমে ১,২০,০০০/- টাকা (এক লক্ষ বিশ হাজার মাত্র) এবং ৬,৮০,০০০/- টাকা (ছয় লক্ষ আশি হাজার মাত্র) ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং ৩০ দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মামলার সংক্ষিপ্ত সত্যটি হল যে বর্তমান বিরোধী পক্ষ বর্তমান আবেদনকারীর বিরুদ্ধে নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট অ্যাক্ট (এনআই আইন)-এর ১৩৮ ধারা অনুসারে হাওড়ার বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি শুরু করেছেন, নথিভুক্ত প্রমাণগুলি বিবেচনা করেছেন এবং আবেদনকারীকে এনআই আইনের ১৩৮ ধারা অনুসারে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং সাজা ও ক্ষতিপূরণের আদেশ পাস করেছেন। আবেদনকারীর উক্ত রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে বিজ্ঞ দায়রা জজ, হাওড়ার সামনে আপিল করা পছন্দ করেছেন। বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ফাস্ট কোর্ট ২২৪ আদালত আপিল শুনেছে এবং বিতর্কিত আদেশ পাস করেছে।

তাই এই সংশোধন।

তাৎক্ষণিক সংশোধনের যুক্তি চলাকালীন আবেদনকারী পক্ষের শিক্ষিত উকিল জমা দেন যে বিষয়টি এই পর্যায়ে এই এর আগে জটিল করা যেতে পারে

মহামান্য আদালত এবং অভিযুক্ত আবেদনকারী চেকের পরিমাণের ১৫ শতাংশ সহ বিপরীত পক্ষের কাছে খরচের মাধ্যমে জমা দিতে প্রস্তুত।

আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত উকিলের প্রস্তাবটি উত্তরদাতা/বিপরীত পক্ষ দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান উকিল বলেন যে, দামোদর এস. প্রভুর মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যে অনুপাত পাস করেছে তার ভিত্তিতে হাইকোর্ট এনআই আইনের ১৩৮ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধের চক্রবৃদ্ধি করার ক্ষমতা রাখে। অপরাধের চক্রবৃদ্ধি করার প্রক্রিয়াটি **দামোদর এস. প্রভুর** মামলায় সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, **সুব্রত কুমার দত্তের মামলায়** এই আদালত **২০১২ সালে এসসিসি অনলাইন সিএএল ৪৫২৬**-এ **দামোদর এস. প্রভুর** অনুপাতের ভিত্তিতে দুটি ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করেছে।

অন্যদিকে, বিপরীত পক্ষের বিদ্বান উকিল বলেন যে, অভিযোগের সম্মতি ছাড়া এনআই আইনের ১৩৮ ধারা অনুযায়ী কার্যধারা কোনও পর্যায়ে জটিল করা যাবে না। এই বিষয়টি নিয়ে **মিটারস** ইন্সট্রুমেন্ট **প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম কাঞ্চন মেহতা ২০২০ সালের ২ নং মোটো রিট পিটিশন (ফৌজদারি) এআইআর ২০২১ এসসি ১৯৫৭** মতো বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে সুপ্রিম কোর্ট দৃঢ়ভাবে আলোচনা করেছে রিপোর্ট করেছেন **পাশাপাশি জেআইকে ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং অন্যান্যরা**

দামোদর এস. প্রভু বনাম সাঈদ বাবালাল এআইআর ২০১০ সুপ্রিম কোর্ট ১৯০৭-এ রিপোর্ট করেছেন যে সুপ্রিম কোর্ট এনআই আইনের ১৩৮ ধারা অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধের সংযোজন সম্পর্কিত নির্দেশিকা নির্ধারণ করেছে।

এই পরিস্থিতিতে নির্দেশিকাটি নিম্নরূপ প্রস্তাব করা হয়েছেঃ

(ক) নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে যে সমন রিটটি যথাযথভাবে সংশোধন করা হবে যাতে অভিযুক্তের কাছে এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে তিনি মামলার প্রথম বা দ্বিতীয় শুনানিতে অপরাধের যৌক্তিকতার জন্য আবেদন করতে পারেন এবং যদি এই জাতীয় আবেদন করা হয় তবে অভিযুক্তের উপর কোনও খরচ চাপিয়ে না দিয়ে আদালত দ্বারা যৌক্তিকতার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

(খ) অভিযুক্ত যদি পূর্বোক্ত হিসাবে চক্রবৃদ্ধি করার জন্য আবেদন না করে, তবে পরবর্তী পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চক্রবৃদ্ধি করার জন্য আবেদন করা হলে, এই শর্ত সাপেক্ষে চক্রবৃদ্ধি করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে যে অভিযুক্তকে আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষ বা আদালত উপযুক্ত বলে মনে করে এমন কর্তৃপক্ষের সাথে চক্রবৃদ্ধি করার শর্ত হিসাবে জমা দেওয়ার জন্য চেকের পরিমাণের ১০ শতাংশ দিতে হবে।

(গ) একইভাবে, যদি পুনর্বিবেচনা বা আপিলে দায়রা আদালত বা উচ্চ আদালতে চক্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত আবেদন করা হয়, তবে এই ধরনের চক্রবৃদ্ধি এই শর্তে অনুমোদিত হতে পারে যে অভিযুক্তরা চেকের পরিমাণের ১৫ শতাংশ খরচ হিসাবে প্রদান করবে।

সুব্রত কুমার দত্তের মামলায় এই হাইকোর্ট ২০১২ সালে এস. সি. সি অনলাইন ৪৫২৬-এ রিপোর্ট করেছে যে

অতএব, আদালত যেখানে সিদ্ধান্ত নেয় যে অভিযোগকারীকে চেকের অর্থ প্রদান করা হয়েছে বা অর্থ আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে, দামোদর এস. প্রভুর মামলায় (উপরে) বর্ণিত নির্দেশিকা এবং পরামিতি অনুসারে অভিযোগকারীকে অর্থ প্রদানের জন্য আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে, সেখানে আদালত তথ্য এবং

মামলার পরিস্থিতি, ১৮৮১ সালের আইনের ১৪৭ ধারার অধীনে অভিযোগকারীর সম্মতি ছাড়াই অভিযোগ এবং পরবর্তী কার্যধারা বাতিল করতে পারে। এর উপর জোর দেওয়ার জন্য, ফৌজদারি কার্যবিধি, ৩২০ ধারায় নির্দিষ্ট স্মারনিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ৩ নং কলামে, সেই ব্যক্তির উল্লেখ রয়েছে যিনি অপরাধের চক্রবৃদ্ধি করতে পারেন, যেখানে ১৮৮১ সালের আইনের ১৪৭ ধারার অধীনে এই ধরনের কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই।

মিটারস ইন্সট্রুমেন্ট **প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকজন (২০১৮) ১ এস. সি. সি. ৫৬০**-তে রিপোর্ট করা হয়েছে যে, সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে

যদিও এটি সত্য যে সুব্রামানিয়াম সেথুরামান বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য মামলায় এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে একবার অভিযুক্তের আবেদন ধারা ২৫২ ফৌজদারি কার্যবিধির -এর অধীনে নথিভুক্ত করা হলে, বিচারকে তার যৌক্তিক উপসংহারে নিয়ে যাওয়ার জন্য অধ্যায় XX ফৌজদারি কার্যবিধির -এর অধীনে বিবেচিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, উক্ত রায়টি ২০০২ সালের সংশোধনীর আগে বিধিবদ্ধ বিধান অনুসারে দেওয়া হয়েছিল। মান্ডউই কুপে বিবেচিত ২০০২ সালের সংশোধনীর পরবর্তী বিধিবদ্ধ প্রকল্প। ব্যাংক এবং জে. ভি. বাহারুন্ট আইনে পরিবর্তন এনেছে এবং এটিকে স্বীকৃতি দেওয়া দরকার। ২০০২ সালের সংশোধনীর পর, আইনের ১৪৩ ধারা ম্যাজিস্ট্রেটকে অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে যদি অভিযোগকারীকে আদালতের সন্তুষ্টির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, যেখানে অভিযুক্ত আদালত কর্তৃক নির্ধারিত মামলা মোকদ্দমার সুদ এবং যুক্তিসঙ্গত ব্যয়ের সাথে চেকের পরিমাণ প্রদান করে। এই ধরনের ব্যাখ্যা আইনসভার অভিপ্রায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। আদালতকে অভিযোগকারী এবং অভিযুক্তের অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে এবং ন্যায়বিচারের সুযোগ বাড়াতে হবে। আইনের মূল উদ্দেশ্য হল চেকের ড্রয়ারকে শাস্তি দেওয়ার অভিপ্রায় ছাড়াই অভিযোগকারীকে দ্রুত প্রতিকার প্রদান করে চেক লেনদেনের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করা, যার আচরণ যুক্তিসঙ্গত বা যেখানে অভিযোগকারীকে ক্ষতিপূরণ ন্যায়বিচারের লক্ষ্য পূরণ করে। আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আদালত যথাযথ আদেশ পাস করতে পারে যা পক্ষগুলির সম্মতিতে চক্রবৃদ্ধি করার থেকে আলাদা। সুতরাং, ২৫৮ ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা যা সমন মামলায় কার্যধারা বন্ধ করতে সক্ষম করে, যদিও

কঠোরভাবে বলতে গেলে অভিযোগ মামলাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কারণ ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানগুলি "যতদূর সম্ভব" প্রযোজ্য, উক্ত বিধানের নীতিটি আইনের ১৪৩ ধারা দ্বারা আচ্ছাদিত একটি অভিযোগ মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা সংক্ষিপ্ত বিচারের বিধানগুলির প্রয়োগযোগ্যতা বিবেচনা করে, যতদূর সম্ভব প্রসঙ্গে দ্রুত বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় বিচ্যুতি সহ।

মিটারস এবং ইন্সট্রুমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড (উপরে)-এ গৃহীত সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টিভঙ্গি ২০২০ সালের একটি **সুও মোটো রিট পিটিশন (ফৌজদারি) ২**-এ ৫ জন বিচারকের বেঞ্চের সামনে পেশ করা হয়েছিল। যেখানে সুপ্রিম কোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ এনআই আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে মামলাগুলির দ্রুত বিচারের বিষয়ে আলোচনা করেছে। উক্ত সুও মোটো রিট পিটিশনে (সিআরআই) সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে

> *৭. অভিযোগের ক্ষেত্রে কোডের ধারা ২৫৮ প্রযোজ্য নয় এবং মিটারস এবং ইন্সট্রুমেন্টস (উপরে উল্লিখিত)-এর বিপরীত ফলাফলগুলি সঠিক আইন নির্ধারণ করে না। এই দিকটি চূড়ান্তভাবে মোকাবেলা করার জন্য ১৩৮ ধারার অধীনে অভিযোগের বিষয়ে সমন পুনর্বিবেচনা/প্রত্যাহার করার জন্য ট্রায়াল কোর্টগুলিকে ক্ষমতা প্রদানকারী আইনের সংশোধনী এই আদালতের তারিখ ১০.০৩.২০২১ -এর একটি আদেশ দ্বারা গঠিত কমিটি দ্বারা বিবেচনা করা হবে।*

জিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং অন্যান্যরা বনাম অমরলাল ভি. জুমানি এবং আরেকজন (২০১২) ৩ এস. সি. সি ২৫৫-এ রিপোর্ট করা হয়েছে যে, সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে

> **-- আদেশ , ধারা ৩৯১, কোম্পানি আইনের অধীনে একটি প্রকল্পের অনুমোদনের ফলস্বরূপ, ধারা এর অধীনে অপরাধের কোনও স্বয়ংক্রিয় চক্রবৃদ্ধি নেই ১৩৮ এনআই আইন - এবং অভিযোগকারী (দের) ঋণদাতার সম্মতি ছাড়া**

অনুমোদিত প্রকল্পে এনআই আইনের অধীনে অভিযোগ কার্যধারা বাতিল বা বাতিল করার প্রভাব রয়েছে-চেকের অসম্মান মামলার মতো ফৌজদারি মামলাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চক্রবৃদ্ধি হতে পারে না-এমনকি অভিযোগকারী ঋণদাতারা ধারা ৩৯১, কোম্পানি আইনের অধীনে নাগরিক পরিণতির জন্য কোনও প্রকল্পের দ্বারা আবদ্ধ থাকলেও (এমনকি যদি তারা ভিন্নমত পোষণকারী সংখ্যালঘুও হতে পারে), ফৌজদারি অপরাধের চক্রবৃদ্ধি কেবল বিধিবদ্ধ পদ্ধতি অনুসারেই করা যেতে পারে অর্থাৎ ধারা ৩২০ ফৌজদারি কার্যবিধির এবং কেবলমাত্র যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা (অর্থাৎ ঋণদাতারা) এর জন্য তাদের সম্মতি দেন।

-ধারা ৩২০ ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে অন্তর্ভুক্ত চক্রবৃদ্ধি এবং নীতিগুলিকে ধারা ১৪৭, এনআই আইনের অধীনে অপরাধের চক্রবৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য বলে বলা যায় না---যদি ধারা ৩২০ ফৌজদারি কার্যবিধির -এ অন্তর্ভুক্ত নীতিগুলি, যা অপরাধের চক্রবৃদ্ধি সম্পর্কিত একটি সম্পূর্ণ কোড, প্রয়োগ করা না হয়, তবে এনআই আইনের অধীনে অপরাধের চক্রবৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে অনিয়ন্ত্রিত এবং অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে-এই ধরনের ব্যাখ্যা কেবল অযৌক্তিক এবং অযৌক্তিকই হবে না, তবে ধারা ৪ (২) ফৌজদারি কার্যবিধির -, ১৯৭৩, ধারা সমুহ ৩২০ এবং ৪ (২) -এর বিরুদ্ধেও হবে।

সুতরাং, মাননীয় শীর্ষ আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইনের অনুপাত বিবেচনা করে এটা স্পষ্ট যে এই হাইকোর্টের সামনে ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার পর্যায়ে আপোষের আবেদন অভিযোগকারীর সম্মতি ছাড়া সম্ভব নয়। আবেদনকারীকে ম্যাজিস্ট্রেট বা আপিল আদালতের সামনে প্রস্তাব দিতে কোনও কিছুই বাধা দেয়নি। তবে, দেশের আইন এই সত্যের পক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত যে চক্রবৃদ্ধি হতে পারে না। ফৌজদারি কার্যবিধির এর ৩২০ ধারায় বর্ণিত নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে, এইভাবে আমি মনে করি যে তাৎক্ষণিক ফৌজদারি সংশোধন

এবং আবেদনকারীর বিরুদ্ধে এনআই আইনের ১৩৮ ধারা অনুসারে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের পাশাপাশি আপিল আদালতের সামনে প্রমাণিত অপরাধগুলি চক্রবৃদ্ধি করা যাবে না।

আমি এই ফৌজদারি সংশোধনের কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না; সুতরাং, উভয় ফৌজদারি সংশোধনই খারিজ এবং নিষ্পত্তি করা হয়।

২০১৬ সালের ৯৫৩ নং ফৌজদারি আপিল এবং ২০১৫ সালের ১৪৯ নং ফৌজদারি আপিলের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আপিল কোর্ট কর্তৃক গৃহীত বিতর্কিত রায়টি এতদ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

সংযুক্ত সিআরএএন আবেদনগুলি যদি মুলতুবি থাকে তবে সেগুলিও নিষ্পত্তি করা হয়।

এই ফৌজদারি সংশোধনীর বিচারাধীনতার সময় এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত স্থগিতাদেশের যে কোনও আদেশও খালি করা হয়।

আবেদনকারীকে সাজা কাটানোর জন্য ২০২৩ সালের ১৯শে অক্টোবর বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রায়ের সার্ভার কপি এবং জরুরি সার্টিফায়েড কপির উপর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পক্ষগুলিকে স্বাভাবিক শর্তাবলীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে গ্রহণ করতে হবে।

(বিচারপতি শুভেন্দু সামন্ত)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal